দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 10 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিপর্যয় ॥ উত্তরণের পথ সন্ধান

১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ব্যাপক হারে অকৃতকার্য আমাদের কলেজ শিক্ষার নানান দিক সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। ইতোমধ্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে অকৃতকার্যতার কথা বলেছেন। ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও অভিজ্ঞ ইংরেজী শিক্ষক ধরে রাখার জন্য তাঁদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার দ্রুত বিকাশে ভাষা হিসাবে ইংরেজী এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে গণিতের গুরুত্বের কথা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। মাননীয় মন্ত্রী যা বলেননি, তা হচ্ছে— উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এ দুটো বিষয়ে এত ব্যাপক অকৃতকার্যতার কারণ কি!

মোঃ ইকবাল হোসেন

দেশের স্কুল এবং কলেজগুলোতে কমসংখ্যক ভাষা শিক্ষক আছেন যাঁরা শ্রেণীকক্ষে ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত এবং সেই অনুযায়ী পাঠদান করে থাকেন। অন্যদিকে ভাষা শিক্ষার একটি শ্রেণীতে ছাত্র-শিক্ষকের যে অনুপাত দেখা যায় তা মোটেও ভাষা শিক্ষার অনুকূল নয়। অতীতে কোন সরকারই ভাষা শিক্ষার মান উন্নয়নে, বিশেষত ইংরেজীর মতো একটি বিদেশী ভাষার, শ্রেণী শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন আনতে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অবাক হলেও সত্য যে, আমাদের স্কুল বা কলেজে একটি শ্রেণীর ন্যূনতম শিক্ষার্থীর কোন 'আদর্শ সংখ্যা-সীমা' নেই। উপরন্তু দেশের বহু কলেজে ২-৪ জন ইংরেজীর শিক্ষক দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী, বিএ/বিএসএস/বিএসসি/বিকম (পাস) শ্রেণী, সকল সম্মান শ্রেণী এবং এমএ পূর্বভাগের ক্লাসসমূহ করানো হয়। বলাই বাহুল্য, এতে শ্রেণী পাঠদান যে প্রহসনে পরিণত হয়েছে তা সবাই জানেন।

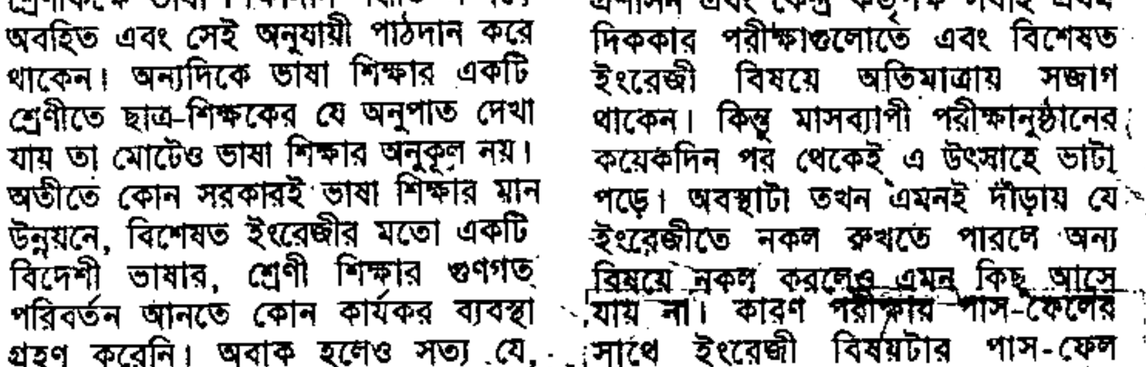

সন্দেহ নেই যে অভিন্ন প্রশ্নপত্র এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নতুন নীতিমালা, পরীক্ষায় মুখস্থ বিদ্যার প্রতি ব্যাপক নির্ভরতা এবং নকল প্রবণতা রোধে অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি নতুনমাত্রা যোগ করেছে। কিন্তু পরীক্ষানুষ্ঠানের মাত্র কয়েক মাস আগে এই নতুন নীতিমালা ও সকল শিক্ষা বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নের কথা ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের প্রচলিত প্রস্তুতিকে বানচাল করে দেয়। এসএসসি পরীক্ষার মতো এইচএসসি পরীক্ষার জন্যও এ আদেশ যদি ১৯৯৭ সাল থেকে কার্যকর করা হতো তাহলে শিক্ষার্থীদের এত বড় বিপর্যয় মোকাবিলা করতে হতো কি না সন্দেহ।

নকল প্রবণতা রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ, জেলা ও পুলিশ প্রশাসন এবং কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সবাই প্রথম দিককার পরীক্ষাগুলোতে এবং বিশেষত ইংরেজী বিষয়ে অতিমাত্রায় সজাগ থাকেন। কিন্তু মাসব্যাপী পরীক্ষানুষ্ঠানের কয়েকদিন পর থেকেই এ উৎসাহে ভাটা পড়ে। অবস্থাটা তখন এমনই দাঁড়ায় যে ইংরেজীতে নকল রুখতে পারলে অন্য বিষয়ে নকল করলেও এমন কিছু আসে যায় না। কারণ পরীক্ষার পাস-ফেলের সাথে ইংরেজী বিষয়টার পাস-ফেল গভীরভাবে সম্পৃক্ত। নকলের দায়ে পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের বিষয়ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিলে এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে।

সুষ্ঠু শ্রেণী শিক্ষার অভাব পরীক্ষার্থীদের বিপর্যয়ের অন্যতম একটি কারণ। প্রধানত রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ বড় বড় কলেজে সারা বছর বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি ও বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম চলার কারণে শিক্ষকদের কলেজের প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে বছরে গড়ে প্রতিটি বিষয়ে সর্বাধিক ৬০/৭০টি ক্লাসের বেশি অনুষ্ঠিত হয় না। তাই শ্রেণীতে পাঠক্রম সমাপ্তি অনেকটা দায়সারা গোছেরই হয়। সঙ্গতকারণে শিক্ষার্থীকে কোচিং সেন্টারসমূহের দিকে ছুটতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, কোচিং সেন্টার আর ক্লিনিক্যাল সেন্টারের মধ্যে এদেশে খুব একটা তফাত আছে বলে মনে হয় না। ক্লিনিক্যাল সেন্টারে বিভিন্ন টেস্টের মাধ্যমে রোগমুক্তির ওষুধ দেয়া হয়। আর কোচিং সেন্টারে নোট প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যা বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশের কোন সুযোগ বিদ্যায়তনগুলো তাই দিতে পারছে না। সুতরাং মেধা মূল্যায়নে বিপর্যয় তো দেখা যাবেই। শিক্ষার্থীকে শ্রেণীমুখী করার লক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আহ্বান তাই সময়ের বিচারে গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে।

এসএসসি ও এইচএসসি'র বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমের তারতম্য অনেক। স্কুলের সীমানা পেরিয়ে শিক্ষার্থী যখন কলেজে প্রবেশ করে, তার পক্ষে পাঠক্রম বুঝে উঠতে বেশ সময় লেগে যায়। প্রত্যেক বিষয়ের বোর্ডের নির্ধারিত বইয়ের সাথে যদি পাঠ্যক্রম, মানবণ্টন এবং নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীদের বিষয়টা বুঝতে সহায়ক হয়।

পরিশেষে বলতে চাই, এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যদি দেশের সকল কলেজে প্রাপ্য শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক ভৌত সুবিধানুযায়ী—

(ক) একটি শ্রেণীতে ন্যূনতম শিক্ষার্থী ও সর্বোচ্চ শিক্ষার্থীর আদর্শ সংখ্যাসীমা নির্ধারণ করে দিতে পারি।

(খ) প্রতি বিষয়ে প্রতি বছর অন্তত ১৫০টি ক্লাসের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারি (এ লক্ষ্যে ছাত্র রাজনীতি স্থগিত রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী বিলুপ্তকরণ ত্বরান্বিত করতে হবে)।

(গ) উন্নতমানের পাঠ্য ও সহায়ক বই সহজলভ্য করা এবং নিম্নমানের নোটবই প্রকাশনা নিষিদ্ধ করতে পারি।

(ঘ) শ্রেণী শিক্ষাদানের মান উন্নয়ন করতে পারি।

(ঙ) কোচিংয়ের ওপর ছাত্রছাত্রীর নির্ভরতা কমাতে পারি।

(চ) স্থানীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে একক 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন'-এর মাধ্যমে মেধাবী ও কর্মঠ শিক্ষক নিয়োগ দান করতে পারি।

(ছ) শিক্ষা প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পৃথক শিক্ষা আইন প্রবর্তন করত শিক্ষা অপরাধ চিহ্নিত করতে পারি এবং অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার ম্যাজিস্টেরিয়াল পাওয়ার অধ্যক্ষকে অর্পণ করতে পারি।